দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 16 JUN 2008
পৃষ্ঠা 12 কলাম 6

বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুলের একাডেমিক স্বীকৃতির সময়সীমা বাড়বে

স্টাফ রিপোর্টার : বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা ও কারিগরি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতির (একাডেমিক স্বীকৃতি) সময়সীমা বাড়ানোর কথা ভাবছে সরকার। একাডেমিক স্বীকৃতি হলো একটি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি। বর্তমানে সংশ্লিষ্ট বোর্ড কর্তৃপক্ষ মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে অস্থায়ীভাবে তিন বছরের জন্য শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার স্বীকৃতি বা অনুমতি দিয়ে পৃ: ১১ ক: ৮

বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুলের

১২-এর পৃষ্ঠার পর

থাকে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ মেয়াদ তিন বছর থেকে বাড়িয়ে পাঁচ বছর করা অথবা স্থায়ী স্বীকৃতির নিয়ম করার ব্যাপারে নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিষয়টি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজও শুরু হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব নজরুল ইসলাম খান গতকাল (রোববার) বলেন, এটা করা গেলে প্রধান শিক্ষকদের আর বারবার স্বীকৃতির জন্য বোর্ডে আসতে হবে না। তাছাড়া স্বীকৃতির ক্ষেত্রে টাকা লেনদেনের যে অভিযোগ আছে সেটাও বন্ধ হয়ে যাবে। তিনি বলেন, "কোনো প্রতিষ্ঠানকে একবারে পাঁচ বছর কিংবা স্থায়ী স্বীকৃতি দিলেও বোর্ডের পর্যবেক্ষণে যদি মনে হয় ওই প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি বাতিল করা দরকার তাহলে বোর্ড তা করতে পারবে। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের বিদ্যালয় পরিদর্শক অধ্যাপক মোজাহার হোসেন বলেন, এখনকার নিয়মে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার পর পাঠদানের জন্য সাধারণত তিন বছরের জন্য অস্থায়ী অনুমতি দেওয়া হয়। এরপর ওই প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড সন্তোষজনক মনে হলে অস্থায়ীভাবে তিন বছরের জন্য একাডেমিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়। অবশ্য এই তিন বছরের সময়টা অনেক সময় কম বেশী হয়। স্বীকৃতির মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে প্রতিষ্ঠানের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পুনরায় স্বীকৃতি দেওয়া হয়। অধ্যাপক মোজাহার বলেন, এই স্বীকৃতিটা হলো শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি। এ অনুমতি ছাড়া শিক্ষা কার্যক্রম চালালে সরকারের চোখে তা অবৈধ বিবেচিত হবে। গত ২৭ মে এইচএসসি পরীক্ষা নিয়ে এক সম্মেলনে শিক্ষা উপদেষ্টা হোসেন জিল্লুর রহমান বলে ছিলেন, বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক স্বীকৃতির মেয়াদ ৫ বছর কিংবা স্থায়ী করা যায় কিনা তা বিবেচনা করা হবে। শিক্ষা উপদেষ্টার ওই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতেই মন্ত্রণালয় তা বাস্তবায়নের জন্য কাজ শুরু করে বলে জানা গেছে।